যুগান্তর

তারিখ ... 9 JUL 2017 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪১ পদে নিয়োগে অনিয়ম

ভিসিসহ সংশ্লিষ্টদের আইনি নোটিশ

সাইদ মেমন, *বরিশাল ব্যুরো*

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (ববি) বিভিন্ন দফতরে স্থায়ী ৪১টি পদে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ নিয়ে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে মুক্তিযোদ্ধা কোটা না রাখা ও শর্তাবলীতে যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ার বিষয়টি সঠিকভাবে উল্লেখ না থাকাসহ এসব অনিয়মের অভিযোগে ইতিমধ্যে এক প্রার্থীর পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছে আইনি নোটিশ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, রেজিস্ট্রার, সিন্ডিকেট, শিক্ষা ও কর্মকমিশন মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্টদের কাছে ওই নোটিশ পাঠানোর পাশাপাশি এ নিয়োগ নিয়ে আজ (রোববার) উচ্চ আদালতে রিট করা হবে বলে জানা গেছে। অভিযোগের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. এসএম ইমামুল হক বলেছেন, 'বর্তমানে নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এতদিন পর কেন এসব অভিযোগ করা হচ্ছে? যেটা হওয়ার সেটাই হচ্ছে। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে সবকিছু উল্লেখ করতে হবে এমন কোনো নিয়ম নেই।' অন্যসব বিশ্ববিদ্যালয়ও নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে সবকিছু উল্লেখ করে না বলে দাবি করে তিনি বলেন, এ ক্ষেত্রে কোনো অনিয়ম-দুর্নীতি হচ্ছে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক সূত্রে পাওয়া তথ্যানুযায়ী, ২৭ ফেব্রুয়ারি একাধিক পত্রিকায় বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন দফতরের বিভিন্ন পদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। ওইসব পদে ৪১ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হবে। পদগুলো হল— উপরেজিস্ট্রার, উপপরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, সহকারী প্রকৌশলী (অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং), সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), সহকারী পরিচালক (অর্থ ও হিসাব), অ্যাকাউন্ট অফিসার, অ্যাকাউন্ট্যান্ট, ড্রাইভার, আয়া, অ্যাসিস্ট্যান্ট ফোরম্যান ও প্লাম্বার, সেকশন অফিসার, অফিস সহায়ক, কম্পিউটার অপারেটর, ডেমোনেস্ট্রটর, সহকারী রেজিস্ট্রার ও ল্যাব এটেনডেন্ট। ১৬ মার্চ ছিল আবেদনপত্র জমা দেয়ার শেষ দিন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এসব পদে নিয়োগ পেতে এক হাজার ১৪৭ জন প্রার্থী আবেদন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ঢাকা লিয়াজোঁ অফিস থেকে নগদ ৫০ টাকা দিয়ে কাগজপত্র সংগ্রহ করে আবেদনপত্র জমা দিতে হয়। এছাড়া আবেদনকারীদের মধ্যে পঞ্চম গ্রেডের উপরেজিস্ট্রার পদের জন্য দেড় হাজার, সপ্তম থেকে দশম গ্রেডের পদের জন্য এক হাজার ও এগারো থেকে বিশতম গ্রেডের পদের জন্য পাঁচশ' টাকার অফেরতযোগ্য পে-অর্ডারও দিতে হয়েছে।

ববির নির্ভরযোগ্য সূত্র ও আবেদনকারী একাধিক প্রার্থীর অভিযোগ, নিয়োগের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ ও বাইরের প্রার্থীদের এখানে আবেদনের সুযোগ রয়েছে। সে অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত অনেক কর্মকতা-কর্মচারী তাদের বর্তমান পদ থেকে উচ্চ পদে যেতে আবেদনও করেছেন। তবে এক্ষেত্রে যারা ক্যাম্পাসে ভিসির অনুগত বলে পরিচিত না তাদের প্রায় কাউকেই দেয়া হয়নি ইন্টারভিউ কার্ড। এ বিষয়ে ভিসির কাছে আবেদন করতে গিয়েও বিফল হন অনেকে।

পরিচয় গোপন রাখার শর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কর্মকর্তা বলেন, 'ইন্টারভিউ কার্ড না দেয়াই কেবল নয়, নিজের পছন্দের লোকজনকে নিয়োগ দেয়ার কৌশল হিসেবে বহু পদে লিখিত পরীক্ষার পরিবর্তে মৌখিক পরীক্ষার বিধান চালু হয়েছে। যেমন উপরেজিস্ট্রার ও উপপরীক্ষা নিয়ন্ত্রক পদের জন্য যাদের ইন্টারভিউ কার্ড দেয়া হয়েছে তাদের কার্ডে মৌখিক পরীক্ষার কথা বলা হয়েছে। লিখিত পরীক্ষার আয়োজন হলে অনুগতদের জায়গামতো বসানো যাবে না বুঝেই হয়তো এমনটি করা হয়েছে। আজ (রোববার) ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের লিয়াজোঁ অফিসে উপরেজিস্ট্রার ও উপপরীক্ষা নিয়ন্ত্রক পদে নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ক্যাম্পাসে জোর গুজব যে, এ দুটি পদে নিয়োগ পাবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান সহকারী পরীক্ষক সাজ্জাদউল্যাহ মোহাম্মদ ফয়সল ও সেকশন অফিসার তামান্না শারমিন। এ দুটি পদে ১২ জন প্রার্থী আবেদন করলেও মাত্র ৪ জনকে ইন্টারভিউ কার্ড দেয়া হয়। প্রশ্ন উঠেছে, ভিসির অনুগতরা ছাড়া বাকি সবাই কি অযোগ্য ছিল?' এছাড়া অ্যাসিস্টেন্ট ফোরম্যান ও প্লাম্বার পদেও ভিসির পছন্দের প্রার্থীদের নিয়োগ পাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এ দুটি পদে ২ জন নেয়ার বিপরীতে ইন্টারভিউ দেয়ার সুযোগ পেয়েছেন ৫ জন। পদ দুটির জন্য আবেদন করেছিলেন ১৪ জন। ৫ জুলাই ওই দুই পদের নিয়োগও হয় মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে।

আবেদনকারীদের অভিযোগ, শুরু থেকেই পছন্দের লোকজন ও সংক্ষিপ্ত তালিকার মাধ্যমে নিয়োগ পরীক্ষা নেয়ার সব রকম চেষ্টা চালানো হয়েছে। যে কারণে ৪১টি পদের বিপরীতে ১ হাজার ৭৪৭টি আবেদন জমা পড়লেও ইন্টারভিউ কার্ড দেয়া হয় মাত্র ৯৬৭ জনকে। সরকারি কর্মকমিশনের জিপিএ ও সিজিপিএ'র সমতা নির্ধারণ মান পর্যন্ত মানেননি ভিসি। আবেদনপত্র বাতিল হওয়া প্রার্থী প্রদীপ চন্দ্র হালদার অভিযোগ করেন, কর্মকমিশনের সমতা নির্ধারণ হিসেবে এসএসসিতে তার অর্জিত জিপিএর সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বনিম্ন ৩ পয়েন্ট রয়েছে। তবুও তাকে বাদ দেয়া হয়েছে। তার আবেদনপত্র যাতে গ্রহণ করা হয় সেজন্য পৃথকভাবে ভিসি ও রেজিস্ট্রারের তিনি আবেদন করলেও তা গ্রহণ করা হয়নি। বাধ্য হয়ে আবেদনপত্র গ্রহণের জন্য তিনি ডাকযোগে রেজিস্ট্রি করে পাঠিয়েছেন। অভিযোগকারীরা জানান, নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন তৈরির দায়িত্ব যাকে দেয়া হয়েছে তার বিরুদ্ধে এর আগেও নিয়োগ বাণিজ্যের অভিযোগ রয়েছে। এরপরও ভিসির একান্ত অনুগত হওয়ায় তাকে ফের দেয়া হয়েছে এ দায়িত্ব।

পরিচয় গোপন রাখার শর্তে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের এক সদস্য যুগান্তরকে বলেন, 'সেখানে সবকিছুই চলে ভিসির ইচ্ছা-অনিচ্ছায়। সিন্ডিকেট সদস্যদেরও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তিনি মূল্যায়ন করেন না। বর্তমানে যে নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে এ ব্যাপারে কারও সঙ্গে কোনো আলোচনা কিংবা পরামর্শ নিচ্ছেন না তিনি।

এমনকি নিয়োগ বোর্ডে কারা থাকছেন, কীভাবে যাচাই-বাছাই হচ্ছে সে ব্যাপারেও আমরা কিছুই জানি না। অনেক অনিয়ম-দুর্নীতির কথাও আমাদের কানে আসছে। কিন্তু যেখানে ভিসির সহযোগিতা পাচ্ছি না সেখানে আমাদের আর কিই বা করার আছে।' সিন্ডিকেটের অপর এক সদস্য বলেন, 'এর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন কর্মকর্তাকে বেআইনিভাবে পদে পদোন্নতি দিয়েছিলেন ভিসি। পদোন্নতিপত্রে তিনি নিজ ক্ষমতাবলে এটি দিয়েছেন বলে উল্লেখ ছিল। সিন্ডিকেট সভায় বিষয়টি নিয়ে আইনজ্ঞ সদস্যরা আপত্তি করলে পরে তা বাতিল করা হয়।' এদিকে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে মুক্তিযোদ্ধা কোটার কথা উল্লেখ না থাকাসহ অন্যান্য নানা বিষয় নিয়ে ভিসিসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে আইনি নোটিশ পাঠিয়েছেন অ্যাডভোকেট মিজানুর রহমান। ২১ জুন ওই নোটিশ পাঠানো হয়েছে উল্লেখ করে মিজানুর রহমান বলেন, 'যথাযথভাবে নিয়োগ প্রক্রিয়া অনুসরণের জন্য ওই নোটিশ পাঠানো হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী দেশের সব প্রতিষ্ঠানে নিয়োগে শতকরা ৩০ ভাগ পদ মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারের জন্য। কিন্তু বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে সে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়নি।

এছাড়া প্রার্থীদের যাচাই-বাছাইয়ের শর্তাবলীতেও স্বচ্ছতা নেই। তাই ওই আইনি নোটিশ পাঠানোর পাশাপাশি আজ রোববার হাইকোর্টে এ ব্যাপারে একটি রিট করা হবে।' এসব অভিযোগের ব্যাপারে জানতে চাইলে ভিসি ড. এসএম ইমামুল হক বলেন, 'মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের নেয়া হবে না এমন কিছু তো বিজ্ঞাপনে উল্লেখ নেই। তারা আবেদন করলে নিয়ম মেনে তাদেরও নেয়া হবে। তাছাড়া সবকিছু সিন্ডিকেট কমিটিকে জানাতে হবে এমন কোনো নিয়ম নেই। নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় আইনি সব প্রক্রিয়া অনুসরণ করে এখানে নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। কোনোরকম অনিয়ম-দুর্নীতি হচ্ছে না।'